গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
শৃঙ্খলা শাখা

স্মারক নম্বরঃ ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০২০.১৮- ৪০ তারিখঃ ৮/০৪/২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ বেগম রেবেকা খাতুন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট -এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' '-এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি বেগম রেবেকা খাতুন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাটে কর্মরত রয়েছেন এবং আপনি উক্ত কর্মস্থলে কর্মকালীন অভিযোগকারী বেগম রাজিব আরা বেগম, প্রাক্তন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, ভাইজোড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট গত ০১/০১/২০১৭খ্রি: তারিখে অবসর গ্রহণ ও পূর্ণ পেনশনসহ ১৮ মাসের ল্যাম্পগ্রান্ট মঞ্জুরের জন্য আপনার মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন। কিন্তু উক্ত আবেদনটি আপনি দীর্ঘদিন পর অর্থাৎ গত ২৪/১০/২০১৭খ্রি: তারিখে উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, বাগেরহাট বরাবর অগ্রায়ন করেন। অভিযোগকারী শারীরিকভাবে মারাত্মক অসুস্থ থাকায় আবেদনটি সর্বাধিক গুরুত্বসহকারে যথাসময়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরন করা উচিৎ ছিল, যা আপনি যথাসময়ে সম্পাদন করেননি। আপনার এহেন কার্যকলাপ কর্তব্যে অবহেলার সামিল, যা 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ '** হিসাবে গন্য এবং **শাস্তিযোগ্য অপরাধ;**

যেহেতু, আপনি সিলেকশন গ্রেড ও নতুন স্কেলের বকেয়া বিলসহ অন্যান্য বেতন বিল বাবদ মোট ৭,২০,৮৮৭/- (সাত লক্ষ বিশ হাজার আটশত সাতাশি) টাকা অভিযোগকারী জনাব রাজীব আরা বেগমকে যথাসময়ে প্রদান না করে দীর্ঘদিন অর্থাৎ গত ০৯/০৮/২০১৬খ্রি: তারিখ থেকে ২১/০২/২০১৮খ্রি: তারিখ পর্যন্ত প্রায় ১ বছর ৬মাস নিজের কাছে নিয়মবহির্ভুতভাবে রেখেছেন, যা 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ হিসাবে গণ্য এবং **শাস্তিযোগ্য অপরাধ;**

যেহেতু, আপনি বেগম রাজিব আরা বেগম এর আগষ্ট, ২০১৫খ্রি: থেকে মার্চ, ২০১৬খ্রি: পর্যন্ত সময়ের চিকিৎসাজনিত ছুটি মঞ্জুর না করেই বকেয়া বেতন হিসেবে বেতন বিল প্রস্তুত করে উক্ত বেতনের অর্থ নিজে গ্রহণ করেছেন । আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি-৩ এর দফা-(খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)' হিসেবে গণ্য, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ;**

সেহেতু, আপনাকে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)'** -এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। উক্ত অভিযোগের দায়ে কেন আপনাকে উল্লিখিত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) দফা মোতাবেক 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service)' অথবা উক্ত বিধিমালার আওতায় অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না, সে সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনার লিখিত জবাব এ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। যে সকল অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে এ অভিযোগনামা প্রণয়ন করা হয়েছে, তার একটি বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনি ব্যক্তিগত শুনানিতে আগ্রহী কি-না, তাও আপনার লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(জি. এম. সালেহ উদ্দিন)
সচিব

বেগম রেবেকা খাতুন
প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)
পরিবার পরিকল্পনা অফিস, উপজেলা-মোড়েলগঞ্জ
জেলা-বাগেরহাট ।

স্মারক নম্বরঃ ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.২৭.০২১.১৯- ৪০ তারিখঃ ৬ /০৪/২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
(নোটিশটি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অয়েবসাইটে প্রকাশ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ই-মেইলে প্রেরণ এবং তাঁর সর্বশেষ জ্ঞাত কর্মস্থল, বাসস্থান ও স্থায়ী ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণপূর্বক (যদি বিলি না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সর্বশেষ জ্ঞাত কর্মস্থল, বাসস্থান ও স্থায়ী ঠিকানায় লটকায়ে জারিকরণপূর্বক ফেরতখামসহ) তার প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

২। পরিচালক (প্রশাসন), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
(তথ্যটি রেজিষ্টার/কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বাগেরহাট।

৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(নোটিশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদন অত্র শাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

০৮/০৪/১৯

(মোহাম্মদ আলী)
সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৪৫৬৬৭

অভিযোগ বিবরণী

বেগম রেবেকা খাতুন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট এ কর্মরত রয়েছেন এবং উক্ত কর্মস্থলে কর্মরত থাকাকালীন অভিযোগকারী জনাব রাজিব আরা বেগম, প্রাক্তন উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার, ভাইজোড়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট গত ০১/০১/২০১৭খ্রি: তারিখে অবসর গ্রহণ ও পূর্ণ পেনশনসহ ১৮ মাসের ল্যাম্পগ্রান্ট মঞ্জুরের জন্য বেগম রেবেকা খাতুন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন। কিন্তু উক্ত আবেদনটি অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বেগম রেবেকা খাতুন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর অগ্রায়ন না করে দীর্ঘদিন পর অর্থাৎ গত ২৪/১০/২০১৭খ্রি: তারিখে উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, বাগেরহাট বরাবর অগ্রায়ন করেন। অভিযোগকারী শারীরিকভাবে মারাত্মক অসুস্থ থাকায় আবেদনটি সর্বাধিক গুরুত্বসহকারে যথাসময়ে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা উচিৎ ছিল, কিন্তু তিনি তা যথাসময়ে সম্পাদন করেননি। যা 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ হিসাবে গণ্য যা **শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**

অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বেগম রেবেকা খাতুন, সিলেকশন গ্রেড ও নতুন স্কেলের বকেয়া বিলসহ অন্যান্য বেতন বিল বাবদ মোট ৭,২০,৮৮৭/- (সাত লক্ষ বিশ হাজার আটশত সাতাশি) টাকা অভিযোগকারী বেগম রাজীব আরা বেগমকে যথাসময়ে প্রদান না করে অর্থাৎ গত ০৯/০৮/২০১৬খ্রি: তারিখ থেকে ২১/০২/২০১৮খ্রি: তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১ বছর ৬মাস দীর্ঘদিন নিজের কাছে নিয়মবহির্ভুতভাবে রেখেছেন, যা 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক 'অসদাচরণ হিসাবে গণ্য **যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।**

এছাড়া, তিনি বেগম রাজিব আরা বেগম এর আগষ্ট, ২০১৫খ্রি: থেকে মার্চ, ২০১৬খ্রি: পর্যন্ত সময়ের চিকিৎসাজনিত ছুটি মঞ্জুর না করেই বকেয়া বেতন হিসেবে বেতন বিল প্রস্তুত করে উক্ত বেতনের অর্থ নিজে গ্রহণ করেছেন । তাহার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি-৩ এর দফা-(খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)'** হিসেবে গণ্য, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

১৫/১২

(জি. এম. সালেহ উদ্দিন)
সচিব